দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

০৩

বৃহস্পতিবার ইউকসু নির্বাচন ঃ ছাত্র লীগের বিরোধিতা

বুয়েটে ১৪টি কক্ষ ভাঙচুর গুলীবর্ষণ ও বোমাবাজি

।গিয়াস উদ্দিন রিমন।।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ইউকসু) নির্বাচন আগামী বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সকল প্রস্তুতি এখন শেষ পর্যায়ে। জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল ও ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে মুজিববাদী ছাত্র লীগ নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়ে এখন নির্বাচন বানচালের চেষ্টা চালাচ্ছে। ছাত্র লীগ কর্মীরা রোববার রাতে বুয়েটের বিভিন্ন হলে হামলা চালিয়ে ছাত্র দল নেতা-কর্মীদের ১৪টি কক্ষ ভাঙচুর করেছে। মধ্য রাতের পর বুয়েটে তারা ৫ রাউণ্ড গুলীবর্ষণ ও ব্যাপক বোমাবাজি করে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায়, গত পরশু বুয়েটে ছাত্র লীগের ধর্মঘট চলাকালে ছাত্র লীগ ও ছাত্র দল কর্মীদের মাঝে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হয়। এর জের ধরে রোববার রাত সাড়ে ১২টায় ছাত্র লীগ বুয়েটে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

বুয়েটে ভাঙচুর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মিছিলকারী উত্তেজিত ছাত্র লীগ কর্মীরা তিতুমীর হল, সোহরাওয়ার্দী হল ও আহসান উল্লাহ হলে ছাত্র দলের নেতা-কর্মীদের কক্ষে হামলা চালায়। তারা ইউকসুতে ছাত্র দলের ভিপি প্রার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র দল সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান মানিক ও জিএস প্রার্থী নিপুণের কক্ষ ভাঙচুর করে। এ দু'টি কক্ষসহ তিতুমীর হলে ৭টি কক্ষ ভাঙচুর করা হয়। এর মধ্যে ছাত্র দলের ৫টি কক্ষ হচ্ছে ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭ ও ২০৮। এ হলে ছাত্র লীগের ২টি কক্ষও ভাঙচুর হয়েছে। ছাত্র লীগ কর্মীরা সোহরাওয়ার্দী হল ও আহসান উল্লাহ হলে ছাত্র দল ও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীদের কক্ষে হামলা চালায়। সোহরাওয়ার্দী হলে ৫টি ও আহসান উল্লাহ হলে ২টি কক্ষ ভাঙচুর হয়েছে। এর আগে রাত সোয়া ১০টায় ছাত্র দল একটি মিছিল বের করে। মিছিলকারীরা তিতুমীর হলে ছাত্র লীগের ২টি কক্ষ ভাঙচুর করে। রাতভর উভয় পক্ষের তাণ্ডব চলাকালে বুয়েটে ৫ রাউণ্ড গুলী বর্ষিত হয়। রাতে প্রায় শতাধিক ককটেল, পটকা ও বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। এসব ঘটনায় বুয়েটের হলগুলোতে আবাসিক ছাত্রদের মাঝে ভয়ানক আতংকের সৃষ্টি হয়। গতকালও ক্যাম্পাসে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে।

এদিকে আগামী বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিতব্য হবে ইউকসু নির্বাচন। দীর্ঘ ২ বছর পর এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অবশ্য নির্বাচনী প্রচারণা তেমন জমে উঠেনি। '৯২ সালের ২৫ নভেম্বর সর্বশেষ ইউকসু ও ৯টি হল সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে নির্বাচনে ছাত্র দল ও ছাত্র ইউনিয়ন ইউকসু ও হল সংসদগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ইউকসুতে ছাত্র লীগের অবস্থান ছিল চতুর্থ। এর পর এ বছরের জানুয়ারীতে কর্তৃপক্ষ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। কিন্তু শিক্ষক ধর্মঘটের কারণে সেবার নির্বাচন স্থগিত করা হয়। গত মাসে কর্তৃপক্ষ আবার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। ফলে বুয়েটের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ছাত্র দল ও ছাত্র ইউনিয়ন যথাসময়ে নির্বাচনের প্যানেল জমা দেয়। কিন্তু নিশ্চিত পরাজয়ের ভয়ে ছাত্র লীগ নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। তারা পরীক্ষা সংক্রান্ত এক কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবী তোলে। তাদের সমর্থন করে জাসদপন্থী ছাত্র লীগ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও ছাত্র ফেডারেশন। অবশ্য এ ৩টি সংগঠন নির্বাচন বর্জন করতে চাইছে আর মুজিববাদী ছাত্র লীগ চাইছে নির্বাচন বানচাল করতে। ছাত্র লীগের একজন নেতা জানান, তারা হয় ভোট দিতে না গিয়ে নিরবে নির্বাচন বর্জন করবে অথবা নির্বাচনের দিন ধর্মঘট ডেকে নির্বাচন প্রতিরোধ করবে।